সংবাদ

28 JUL 2008

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে দেড়শ' কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প

খুলনা ব্যুরো

প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সাফল্য ও সুনাম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকলেও সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য সুবিধা সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমিত সম্ভাবনা থাকলেও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন বরাদ্দ না পাওয়ায় তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অতীতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান প্রশাসন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে শিক্ষকদের মধ্যে থেকে জ্যেষ্ঠতম প্রফেসর ড. মো. সাইফুদ্দিন শাহ ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব গ্রহণের পর গত চার মাসের মধ্যেই গ্রহণ করেছেন বেশকিছু পদক্ষেপ। আর এর মধ্যে রয়েছে প্রায় দেড়শ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। যা ইতোমধ্যে নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পেশ করা হয়েছে। এই বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। চলতি উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নে ৪৭ কোটি টাকার প্রস্তাব রেখে এই নতুন প্রকল্পে আরও ২০ একর জমি অধিগ্রহণে ২৫ কোটি টাকা, নতুন একটি (চতুর্থ) একাডেমিক ভবন নির্মাণে ২২ কোটি টাকা, আরও ২টি হল নির্মাণে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা এবং ১টি ছাত্রী হল নির্মাণে ১২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া পৌনে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ, প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ডরমেটরি ভবন, ক্যাম্পাস মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণে ৩০ লাখ টাকা, গেস্ট হাউজ কাম ক্লাব নির্মাণে ২ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি ও কম্পিউটিং ভবন নির্মাণে ১ কোটি টাকা, ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণে ৩১ লাখ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণে আড়াই কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনে ৪৫ লাখ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও মাটি ভরাটে ৩৫ লাখ, কেন্দ্রীয় জিমনেসিয়াম ভবন নির্মাণে সোয়া কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ডিজিটাল পিএবিএক্স লাইন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, খেলার মাঠ উন্নয়ন এবং বৈদ্যুতিক লাইন প্রসার নতুন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. সাইফুদ্দিন শাহ বলেছেন, নতুন করে গৃহীত বিশেষ প্রকল্পে সরকারি বরাদ্দ পাওয়া গেলে আগামী ৫/৬ বছরের মধ্যে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ফলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গরূপে বিকাশের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, যোগদানের পরপরই তিনি ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি প্রকল্প বাস্তবায়ন জোরদার করাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সম্প্রসারণ ও গবেষণা জোরদারের পদক্ষেপ নিয়েছেন। শিগগিরই আরও নতুন ডিসিপ্লিন খোলার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিশেষ অবদান রাখাসহ দেশের উন্নয়নে শিক্ষা-গবেষণায় নিকট ভবিষ্যতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সবিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদী। এদিকে এই বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে সম্প্রতি ইউজিসি ও খুবির মধ্যে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে উপাচার্য বলেন, মঞ্জুরি কমিশন থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড় অঙ্কের বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।